কৃষক বাজার বন্ধে দিনে ক্ষতি ২৫ লক্ষ

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৩ জানুয়ারি : করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে প্রশাসনের সিদ্ধান্তে বৃহস্পতিবার ফালাকাটা কৃষক বাজার বন্ধ থাকল। কিন্তু এর জেরে ক্ষতি হল ব্যবসারও। ব্যবসায়ীদেরই দাবি, কৃষক বাজারে দিনে গড়ে ২৫ লক্ষ টাকার কেনাবেচা হয়। শীতকালীন সবজির ভরা মরশুমে এভাবে বাজার বন্ধ থাকায় ক্ষতি মেনে নিতে হল ব্যবসায়ী ও চাষিদের।

সেরা কৃষক বাজার হওয়ায় আলিপুরদুয়ার জেলা ছাড়াও কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির চাষিদের একাংশ এই বাজারের ওপর নির্ভরশীল। তাই এজন্য নানা মহল থেকে এই বাজারের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়ার দাবি উঠেছে। তবে সাময়িক ক্ষতি হলেও তা মেনে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন প্রশাসনের কর্তারা।

এ ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা আধিকারিক সুব্রতকুমার দে'র কথায়, 'এটা রাজ্য সরকার এবং জেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত। সংক্রমণের চেন ভাঙার জন্য সপ্তাহে দু'দিন বাজার বন্ধ থাকছে। সপ্তাহে বাকি পাঁচদিন বাজার চালু থাকছেই। এতে খুব একটা অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।'

প্রতিদিন সকাল, বিকেল এবং রাতে কৃষক বাজারে সবজি কেনাবেচা হয়। হাজার হাজার কৃষক বাজারে আসেন। এখন সবজির মধ্যে ফুলকপি, লাউ, গাজর, ঢ্যাঁড়শ, শসার মতো সবজি দিনে তুলে সেদিনই বেচতে হয়। বাজার বন্ধ থাকার পরদিন সবজির আমদানি বাড়লে দাম কমে যেতে পারে বলেও চাষিদের আশঙ্কা।

কালীপুরের লাউচাষি দুলাল মণ্ডলের কথায়, 'লাউ তুললে সেদিনই বিক্রি করতে হয়। এখন সপ্তাহে দু'দিন বাজার বন্ধ থাকায় লাউয়ের ক্ষতি হবে। আবার বন্ধের পরদিন আমদানি বাড়লে দামও কমে যেতে পারে।' ফুলকপিচাষি ঝন্টু মণ্ডলেরও একই বক্তব্য। তাঁরা কৃষক বাজারের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়ার দাবি তুলেছেন।

সূত্র বলছে, বাজার বন্ধ থাকায় বড় সবজি ব্যবসায়ীদের খুব একটা ক্ষতি হবে না। কিন্তু কয়েকশো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। ফালাকাটা কৃষক বাজার কাঁচামাল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হীরন্তকুমার সাহার মন্তব্য, 'এই কৃষক বাজারে রোজ ২৫ লক্ষ টাকার ব্যবসা হয়। বাজার বন্ধ থাকায় কৃষকদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কিছুটা ক্ষতি হবে। কিন্তু জেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত আমাদের মেনে নিতে হবে।'

এদিকে, এদিন বাজার বন্ধে শ্রমিকরাও বিপাকে পড়েন। একজন শ্রমিক কৃষক বাজারে রোজ গড়ে ৫০০ টাকা অবধি রোজগার করত পারেন। ২০০ জন শ্রমিক এই বাজারে কাজ করলে দিনে এক লক্ষ টাকা অবধি রোজগার হয়। সপ্তাহে দু'দিন রোজগার বন্ধ হওয়ায় তাঁরা সমস্যায় পড়বেন।

বিষয়টি নিয়ে আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি অশোক সাহার বক্তব্য, 'দিন আনা দিন খাওয়া শ্রমিকরা এজন্য বিপাকে পড়েছেন। বন্ধের পরদিন বাজারে একজন শ্রমিকের দ্বিগুণ রোজগার হবে না। টোটো সহ অন্যান্য ছোট পণ্যবাহী যানবাহনচালকরাও সমস্যায় পড়েছেন।'

প্রশাসন সূত্র বলছে, কৃষক বাজারে কোনওভাবেই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল না। অধিকাংশরা মাস্ক পরেন না। এত বড় বাজারে নিয়মিত নজরদারি চালানো সমস্যার। তবে সপ্তাহে দু'দিন বাজার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত সাময়িক। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নিয়ম শিথিল হবে।

শুনসান ফালাকাটা কৃষক বাজার।

রোজগারে থাবা

- সংক্রমণ ঠেকাতে সপ্তাহে দু'দিন ফালাকাটা কৃষক বাজার বন্ধ থাকবে
- প্রতিদিন বাজারে ২৫ লক্ষ টাকার বিক্রিবাটা হয়
- তিন জেলার চাষিদের একাংশ এই বাজারের ওপর নির্ভরশীল
- বৃহস্পতিবার বাজার বন্ধে ক্ষতি চাষিদের
- বাজারে কাজ করা শ্রমিকদেরও রোজগার বন্ধ

গ্রামে এখনও টিকে আছে ঢেঁকি। বৃহস্পতিবার কামাখ্যাগুড়িতে।

সংক্রান্তি আছে, ছামগাইন নেই

অরিন্দম চক্রবর্তী

কামাখ্যাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : একসময় পৌষ সংক্রান্তির আগে আগে কামাখ্যাগুড়ি শহরের বাজারের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেই কানে আসত ধপধপ শব্দ। চোখে পড়ত ছামগাইন দিয়ে চাল ভাঙার চেনা ছবি। কিন্তু এখন আর তেমন দৃশ্য চোখে পড়ে না। তবে বাজারের যে কোনও মুদির দোকানে গিয়ে চাইলেই মেলে চালের গুঁড়ো। খোলা অথবা প্যাকেট করা।

বড় একটা কাঠের গুঁড়ির মতো অংশ। তার মধ্যে রাখা হয় চাল। আর সেই চালে গুঁতো মারা হয় কাঠেরই একটা ভারী দণ্ড দিয়ে। এভাবে চাল ভাঙার অভ্যাস বহু প্রাচীন। সেই শিলনোড়ার আবির্ভাবের সময় থেকেই আস্তে আস্তে পিছু হটতে শুরু করে ছামগাইন। আর বর্তমানে মিক্সার-গ্রাইন্ডারের জমানায় তো সেসব একেবারেই 'ব্যাকডেটেড'। তা সত্ত্বেও কিন্তু মাত্র বছর ছয়-সাত আগেও কামাখ্যাগুড়ি শহরে সংক্রান্তির আগে আগে দেখা মিলত ছামগাইনের। কিন্তু এখন তো সেসবও অতীত।

তা বলে কি ভোজনরসিক বাঙালির খাদ্যতালিকা থেকে পিঠেপুলি বাদ গিয়েছে? মোটেই না। বরং তার দাপট বেড়েছে। একসময় পৌষ-পার্বণ এলেই কামাখ্যাগুড়ি শহরের বাজারে চোখে পড়ত মহিলাদের ছামগাইনে চালের গুঁড়ো তৈরি করে বিক্রি করার দৃশ্য। এখন আর তা দেখা যায় না। পৌষ-পার্বণ এলে হাতেগোনা কয়েকটি বাড়িতে এখনও এর ব্যবহার দেখা যায় বটে, তবে সেসবই গ্রামীণ এলাকার কথা। শহরের ব্যস্ততায় সেসব নৈব নৈব চ।

পিঠের জনপ্রিয়তায় কিন্তু ভাটা পড়েনি। শহরের ফুটপাথে একাধিক স্টল রয়েছে, যেখানে সন্ধের পর থেকেই বিকোয় হরেকরকমের পিঠে। ভালো ভিড়ও হয় সেসব দোকানে। সেসব জায়গায় পিঠে তৈরির মূল উপকরণটাই তো হল চালের গুঁড়ো। তবে সেই কাজে আর ছামগাইন লাগে না।

> বেশি চালের গুঁড়োর প্রয়োজন হলে বাজার থেকে কিনে আনি। অল্প লাগলে তো বাড়িতেই মিক্সি রয়েছে। তবে আগে আমিও বাজারের রাস্তায় ছামগাইন দেখেছি। এখন আর চোখে পড়ে না।
>
> – পিয়ালী পাল
> গৃহবধূ

কামাখ্যাগুড়ির গৃহবধূ পিয়ালী পাল বলেন, 'বেশি চালের গুঁড়োর প্রয়োজন হলে বাজার থেকে কিনে আনি। আর অল্প লাগলে তো বাড়িতেই মিক্সি রয়েছে। আমাদের বাড়িতে ছিল না। তবে আগে আমিও বাজারের রাস্তায় ছামগাইন দেখেছি। এখন আর চোখে পড়ে না।'

শহরেরই আরেক বাসিন্দা রিতিকা সরকার চাকরি করেন। সংসার, চাকরি সব সামলে আবার চালের গুঁড়ো নিজে হাতে করে তা দিয়ে পিঠে বানানো? প্রসঙ্গ উঠতেই রীতিমতো আঁতকে উঠলেন তিনি। রিতিকার সাফ কথা, 'শুধু পৌষ-পার্বণের নিয়মরক্ষায় অল্প কয়েকটি পিঠে বাড়িতে তৈরি করা হয়। তাও তাতে বাড়ির বড়রাই সাহায্য করেন। প্রয়োজন হলে বাজার থেকে পিঠে কিনে নিয়ে আসি। এখন তো আর আমাদের বাজারেও ছামগাইন দেখি না। ছোটবেলায় ছামগাইনে গুঁড়ো করা চাল দিয়ে বানানো পিঠের স্বাদ এখন আর পাই না।'

কী তফাত রয়েছে মিক্সারে বানানো চালের গুঁড়ো আর ছামগাইনে বানানো চালের গুঁড়োর? মধ্য কামাখ্যাগুড়ির মাঝবয়সি গৃহবধূ মঞ্জুরানি পাল বলেন, 'ছামগাইনে বা ঢেঁকিতে তৈরি করা চালের গুঁড়ো অনেক বেশি মিহি হয়। পিঠে খাওয়ার সময় দাঁতে লাগে কম। পিঠেগুলোর স্বাদও অনেক ভালো হয়।'

তবে আগের প্রজন্ম যা-ই বলুক, জেনারেশন ওয়াইয়ের পিঠে খেতে দোকানই ভরসা। শহরের যুবক জীতেন্দ্র সাহা বলেন, 'একেক দোকানের ভাপাপিঠের স্বাদ একেক রকম। শীতের সন্ধ্যায় ভাপাপিঠে আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, দারুণ কম্বিনেশন। পৌষ সংক্রান্তির বেশ কিছুদিন আগে থেকে বাড়তি পাওনা ক্ষীরের পাটিসাপটা।'

করোনা পরিস্থিতিতে শুক্রবার কামাখ্যাগুড়ি বাজার সারাদিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কামাখ্যাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতি। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার পৌষ-পার্বণের যাবতীয় সামগ্রী কেনার ভিড় ছিল শহরের বাজারে। দুধের চাহিদা ছিল ঊর্ধ্বমুখী। দামও কিছু বেড়েছে। এদিন ৬০-৭০ টাকা লিটার দরে দুধ বিক্রি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সেতু হলেও অ্যাপ্রোচ রোড না হওয়ায় দুর্ভোগ

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১৩ জানুয়ারি : রাস্তা নির্মাণ শেষ না করেই কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছে ঠিকাদারি সংস্থা। ফলে অ্যাপ্রোচ রোড ঠিক মতো তৈরিই হয়নি। এজন্য এখন সেতু ব্যবহার করতে সমস্যায় পড়ছেন ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সরুগাঁও ঘাটপাড়ের বাসিন্দারা।

ঠিকাদারি সংস্থার তরফে মজিদুল ইসলামের অবশ্য দাবি, অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির জন্য ফেলা মাটি বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছে। তবে পাড়বাঁধের কাজ হয়েছে।' ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য টুকরু মুন্ডার কথায়, 'কাজ শেষ না করে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা চলে গিয়েছে বলে অভিযোগ পেয়েছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাব।'

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বরাদ্দে প্রায় ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শুক্লাইঝোরা নদীর ওপর ২৪ মিটার লম্বা সেতু নির্মাণ শুরু হয়েছিল ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। জেলা পরিষদ সূত্রে খবর, নতুন সেতুর দুই পাড়ে বাঁধ দেওয়ারও কথা ছিল। জোরকদমে সেতু নির্মিত হলেও বিধানসভা নির্বাচনের আগে অ্যাপ্রোচ রোড সহ পাড়বাঁধের কাজ থমকে যায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পরে দায়সারাভাবে সেই কাজ করে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থাটি।

স্থানীয় বাসিন্দা মৃণালকান্তি রায় বলেন, ঢিমেতালে কাজ করার পর হঠাৎ একদিন ঠিকাদারি সংস্থার লোকজন এসে সেতু রং করতে শুরু করে। আমরা সেতুর বাকি অংশের কাজ শেষ করার দাবি জানালে ওঁরা পরে সেই কাজ করবেন বলেন। এখন দেখছি কাজ শেষের বোর্ড লাগানো হয়ে গিয়েছে।'

সেতুর কাছে ডুডুয়া নদীতে মিশেছে শুক্লাইঝোরা নদী। বর্ষায় ওই এলাকায় প্রায় ১০ ফুট জল জমে যায়। যেভাবে বাঁধ ও রাস্তা তৈরি করা হয়েছে, তাতে অনায়াসে সেসব খরস্রোতা ডুডুয়ার জলে ভেসে যাবে বলে এলাকাবাসীর দাবি। বর্ষার আগে অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ ঠিকভাবে করা না হলে তাঁরা সমস্যায় পড়বেন বলে জানালেন।

টেট উত্তীর্ণদের বিক্ষোভ

কোচবিহার, ১৩ জানুয়ারি : সম্প্রতি ২০১৭ সালের প্রাথমিকের টেটের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তবে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে আন্দোলনের পথে হাঁটলেন ২০১৪ সালের টেট পাশ করা প্রশিক্ষিত প্রার্থীরা। আগে এক মাসের মধ্যে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে, তারপর ২০১৭ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে, এমনই দাবি তুলে বৃহস্পতিবার কোচবিহারে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সামনে প্রায় চার ঘণ্টা অবস্থান বিক্ষোভ করলেন এই চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের মধ্যে কেউ এসেছেন কোচবিহার থেকে, কেউ আলিপুরদুয়ার, কেউ দিনহাটা, কেউ মাথাভাঙ্গা থেকে। পরে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস মিললে তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেন।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, তাঁরা ২০১৪ সালের টেট পাশ করা প্রশিক্ষিত প্রার্থী। ২০২০ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে প্রেস কনফারেন্স করে ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রাথমিকে ২০১৪ সালের প্রায় ২০ হাজার প্রশিক্ষিত টেট পাশ করা প্রশিক্ষিত প্রার্থী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমে ১৬ হাজার ৫০০ জনকে নিয়োগ করা হবে। বাকি প্রার্থীদেরও ধাপে ধাপে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু কয়েক হাজার প্রার্থী ইন্টারভিউ দিলেও পর্ষদের প্রকাশিত মেধা তালিকায় তাঁদের স্থান হয়নি। তাঁদের ক্ষেত্রে 'নট ইনক্লুডেড ইন দ্য প্রেজেন্ট মেরিট লিস্ট' দেখানো হয়। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী সকল টেট পাশ করা প্রশিক্ষিত প্রার্থী নিয়োগ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেখানে তাঁরা কেন বাদ পড়লেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনকারীরা।

ছেলেকে খুনে গ্রেপ্তার

কালচিনি, ১৩ জানুয়ারি : মঙ্গলবার রাতে কালচিনির গাঙ্গুটিয়া বাগানে এক যুবককে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। ছেলেকে খুনের অভিযোগে তাঁর বাবাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বুধবার রাতে মৃত যুবকের পরিবার কালচিনি থানায় অনিচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত বাবা যুদ্ধিমান লামাকে (৬৭) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

মদ্যপ অবস্থায় মঙ্গলবার রাতে বাড়িতে এসে ঝামেলা শুরু করেন পার্সেং লামা। বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে মদ্যপ যুবকের মাঝেমধ্যেই ঝামেলা হত বলে অভিযোগ। ছেলের সঙ্গে বচসা চলাকালীন দুজনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। ছেলে মাটিতে পড়ে গেলে বাবা ছেলেকে লাঠিপেটা করেন বলে অভিযোগ। পরে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয়।

বন্ধ বাজার

জয়গাঁ, ১৩ জানুয়ারি : কোভিড পরিস্থিতিতে কালচিনি ব্লক প্রশাসনের নির্দেশে সপ্তাহে একদিন ব্লকের সমস্ত বাজার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার দলসিংপাড়ায় সাপ্তাহিক বাজার বন্ধ রাখা হয়। অন্য হাটবাজার ও দোকানও এদিন বন্ধ ছিল। যার জেরে গোটা এলাকায় কার্যত লকডাউনের পুরোনো ছবি ফিরে আসে। রাস্তা ছিল শুনসান, বাসও ছিল সংখ্যায় কম। প্রশাসনের তরফে নির্দেশিকা মানার জন্য বেশ কয়েকবার মাইকিং করা হয়। পুলিশের গাড়িও টহল দেয় এলাকায়। বাজার বন্ধ থাকায় এলাকার বাসিন্দারা বাড়িতেই থেকেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা অ্যালবার্ট টেটে বলেন, 'বাজার বন্ধ থাকার কথা গতকাল জানতে পেরে আগেই কেনাকাটা সেরে রেখেছিলাম। আজ সারাদিন বাড়ির কাজ করে কাটালাম, পরিবারকে সময় দিলাম।'

বিধায়কের দ্বারস্থ

শামুকতলা, ১৩ জানুয়ারি : নদীভাঙন রোধে বৃহস্পতিবার বিধায়কের দ্বারস্থ হলেন মহাকালগুড়ি অঞ্চলের পূর্ব চেপানি গ্রামের বাসিন্দারা। রায়ডাক-১ নদীর ভাঙন রোধে কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ-এর কাছে দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, নদীভাঙনের জন্য প্রচুর কৃষিজমি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে সেই পরিমাণ আরও বাড়বে। বাসিন্দাদের দাবি মতো এদিন বিধায়ক ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করে জানান, সমস্যা সমাধানে সেচমন্ত্রীকে চিঠি পাঠানো হবে।

শৌচালয় উদ্বোধন

কালচিনি, ১৩ জানুয়ারি : কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত শৌচালয়ের উদ্বোধন করা হল বৃহস্পতিবার। কালচিনি বাগানের ৩ নম্বর গেটের মায়ালু চকে ওই শৌচালয়ের উদ্বোধন করেন তৃণমূলের কালচিনি ব্লক সভাপতি পাশাং লামা ও জেলার প্রবীণ তৃণমূল নেতা জহর মজুমদার। ছিলেন কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিশা লামা।

যৌথ অভিযানে চারা ধ্বংস

ফসলের আড়ালে রমরমা গাঁজা চাষ

কোনাপাড়া গাঁজা গাছ নষ্ট করছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার।

গৌতম সরকার

কামাখ্যাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : পুলিশের চোখে ধুলো দিতে অন্য ফসলের আড়ালে চাষ হচ্ছিল গাঁজা। বিঘার পর বিঘা জমিতে এই কায়দাতেই গাঁজা চাষ করেছিলেন চাষিদের একাংশ। তবে সেই চেষ্টা ভেস্তে দিল পুলিশ।

বৃহস্পতিবার কুমারগ্রাম থানার অন্তর্গত কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ এবং আবগারি দপ্তর যৌথ অভিযান চালায় কুমারগ্রাম ব্লকের দক্ষিণ কামাখ্যাগুড়ি কোনাপাড়া, খোয়ারডাঙ্গা, মধ্য নারারথলি এলাকায়। সেখানে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে দেয় তারা।

এদিন দুপুর নাগাদ কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি টিএন লামা ও আবগারি বিভাগের কুমারগ্রাম মণ্ডল আধিকারিক প্রবীর সান্যালের নেতৃত্বে অভিযান চলে। এদিন দুপুরে অভিযানের দল প্রথমে দক্ষিণ কামাখ্যাগুড়ি কোনাপাড়ায় যায়। পরবর্তীতে মধ্য নারারথলি এলাকায় অভিযান করে দলটি। একের পর এক গাঁজা গছ কেটে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশ ও প্রশাসনের চোখে ধুলো দিতে অন্য ফসল চাষের পাশাপাশি একই জমিতে হচ্ছে গাঁজা চাষ। কেউ ফুলকপি কেউ আবার বাঁধাকপি চাষের জমির চারপাশে গাঁজার চারা রোপণ করে দিচ্ছেন। সিমের জাংলার পাশে লাগিয়ে দিয়েছেন গাঁজার চারা। এছাড়াও বাড়ির চারপাশে বেড়ার পাশে লাগানো হচ্ছে চারা। অনেকেই বাড়ির উঠোনে গাঁজার চারা লাগাচ্ছেন। দূর থেকে তা বোঝার উপায় নেই। পুলিশ এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে। ঘুরে ঘুরে একের পর এক চাষের জমি, বাড়ির উঠোন থেকে গাঁজার চারা কেটে জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেয়। গাঁজা চাষ থেকে বিরত থাকার জন্য বাসিন্দাদের সতর্কও করে পুলিশ। আবগারি দপ্তরের কুমারগ্রাম মণ্ডল আধিকারিক প্রবীর সান্যালের মন্তব্য, আগামীতেও এই ধরনের অভিযান চালানো হবে।

এ ব্যাপারে কুমারগ্রাম থানার আইসি বাসুদেব সরকারের বক্তব্য, 'দক্ষিণ কামাখ্যাগুড়ির কোনাপাড়া ও মধ্য নারারথলির অবৈধ গাঁজা চাষ নষ্ট করতে অভিযান চালানো হয়। প্রায় চার বিঘা জমির গাঁজার চারা নষ্ট করা হয়েছে। এলাকার মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।'

বিধিনিষেধ হ্রাসের দাবি পর্যটনশিল্পে

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জানুয়ারি : পর্যটনশিল্পে বিধিনিষেধ হ্রাসের দাবিতে বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠাল একাধিক সংগঠন।

রুজিরুটি বাঁচানোর তাগিদে পর্যটন ব্যবসায়ী এবং পর্যটনের সঙ্গে জড়িতরা ডুয়ার্সকন্যার সামনে জড়ো হয়েছিলেন। চিলাপাতা ইকো টুরিজম সোসাইটি ও জলদাপাড়া ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রতিনিধিরা একই দাবিতে জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, 'সরকারি বিধিনিষেধের জেরে এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত প্রায় ৫৫ হাজার মানুষের রুজিরুটি বন্ধ হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে অন্যান্য ব্যবসার মতো পর্যটন ব্যবসাকেও চালু করতে সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত।'

আন্দোলনকারীদের পক্ষে বিমল রাভার মন্তব্য, 'রিসর্ট, হোমস্টে, লজ মালিক এবং কর্মীদের পাশাপাশি জিপসি চালক, মালিকরাও বিধিনিষেধে কাজ হারিয়েছেন। এলিফ্যান্ট সাফারি বন্ধ থাকলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৫০ শতাংশ টুরিস্ট নিয়ে জিপসি সাফারি করে পর্যটন ব্যবসাকে স্বাভাবিক রাখার আর্জি জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানিয়েছি।'

কাজ করেও টাকা অমিল

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে চাপরেরপার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত ভেলুরডাবরি এলাকায় অনেকেই ১০০ দিনের কাজ করে টাকা পাননি বলে অভিযোগ। এদিন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

স্মারকলিপি দিতে এসে ছবি খাতুন বলেন, '১৭৭ দিন কাজ করেছি। তার মধ্যে ৯৬ দিনের টাকা পেয়েছি। বাকি টাকা দীর্ঘদিন ধরে পাচ্ছি না।' মামণি বিবি নামে আরেক শ্রমিকের বক্তব্য, '৫৫ দিন কাজের মধ্যে ২১ দিনের টাকা পেয়েছি।' অভিযোগ, ১২\২৭৭ এবং ১২\২৭৯ বুথে ২০২০ – '২১ অর্থবর্ষে ১০০ দিনের কাজ করেও একাংশ টাকা পাননি। বকেয়া মেটানোর দাবিতে এর আগে বিডিওকে অভিযোগ জানানো হলেও সমস্যা মেটেনি। এদিন একই অভিযোগ নিয়ে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত সদস্য সুব্রত দে বলেন, 'অনেকের দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। যেটাতে আধার লিংক আগে হয়েছে সেই অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকছে। ওই শ্রমিকরা ১০০ দিনের কাজ ২০০ দিন করেছেন বলে দাবি করলেও কেউই তা প্রমাণ দিতে পারছেন না।'

স্মরণসভা

শামুকতলা, ১৩ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার কোহিনুর চা বাগানের শ্রমিক নেতা বহুরন চিকবড়াইকের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। চা বাগান-১ এরিয়া কমিটি উদ্যোগে বাগান চত্বরে স্মরণসভাটি হয়েছিল। সেই স্মরণসভায় কোহিনুর চা বাগান-১ পার্টি শাখার সম্পাদক ঘুরন চিকবড়াইক সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিদ্যুৎ গুন, এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুজিত দে, সদস্য আব্দুল গনি, কোহিনুর বাগান-২ শাখার সম্পাদীকা কৃষ্ণা মাহালি প্রমুখ।

স্মারকলিপি

চোপড়া, ১৩ জানুয়ারি : কৃষকদের ঋণ দেওয়া নিয়ে হয়রানির অভিযোগে বৃহস্পতিবার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের দাসপাড়া শাখায় স্মারকলিপি দেয় তৃণমূল কিষান ও খেতমজুর কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক কমিটি। সংগঠনের ব্লক সভাপতি শংকর বৈদ্য জানান, ঋণ সংক্রান্ত হয়রানি ও বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাংকের ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

দার্জিলিংয়ের কমলালেবু অমিল ডুয়ার্সের বাজারে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৩ জানুয়ারি : কমলালেবু তো নয়, যেন ডুমুরের ফুল। ডুয়ার্সে মিলছে না স্বাদ ও গন্ধে অতুলনীয় দার্জিলিংয়ের কমলালেবু। দার্জিলিং তো দূরের কথা, চড়া দামের কারণে ভুটানের প্রথম শ্রেণির কমলালেবুতেই হাত দিতে পারছেন না নিম্নমধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ। বাধ্য হয়ে নাগপুর বা অসমের কমলালেবুতে রসনা তৃপ্ত করতে হচ্ছে তাঁদের। অনেকে আবার কিনোকে কমলালেবু ভেবে ঠকছেন। আবার কিনো যে কমলালেবু নয়, তা জেনেও বাধ্য হয়েই কিনছেন কেউ কেউ। কারণ কিনোর দাম কমলালেবুর চেয়ে অনেকটাই কম। অথচ একসময় শীতকালে ডুয়ার্সে ছড়াছড়ি ছিল দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর। কিন্তু জোগান কমতে কমতে ডুয়ার্সের অনেক জায়গায় এখন দার্জিলিংয়ের কমলালেবু আসাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বানারহাটের ডাঃ পার্থপ্রতিম বলেন, দার্জিলিংয়ের কমলালেবু খুবই সামান্য মেলে। ভুটান ও নাগপুরের কমলালেবুই এখন ভরসা।

ফল বিক্রেতারা বলছেন, দার্জিলিংয়ের কমলালেবু ডুয়ার্সের বাজারে নিয়ে আসা হলেও চড়া দামের জন্য তা বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের হাতের নাগালের বাইরেই থেকে যাবে। ডুয়ার্সের বীরপাড়া, বানারহাট, বিন্নাগুড়ি, মাদারিহাট, হাসিমারা, হ্যামিল্টনগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকার ফলের দোকানে এখন কমলালেবুর চেয়ে কিনোর ছড়াছড়ি বেশি। কিনো দেখতে কমলালেবুর মতো হলেও কমলালেবুর চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল কিনোর খোসা। এছাড়া, কিনোর খোসা কমলালেবুর খোসার চেয়ে অনেক বেশি মোটা। কিনোর কোয়াগুলি একটি অপরটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। ছাড়াতে গেলে ছিঁড়ে যায়। বাইরে থেকে তেমনভাবে ফারাক বোঝা না যাওয়ায় কমলালেবু ভেবে কিনো কিনে ঠকছেন অনেক ক্রেতাই। তবে বীরপাড়ার ফল বিক্রেতা মহম্মদ নসিরুদ্দিন বলেন, কাউকে ঠকানোর প্রশ্নই নেই। কারণ মানুষ এখন অনেক চালাক। আসলে কিনোর দাম কম হওয়ায় সাধারণ মানুষ কিনো কিনছেন।

কমলালেবুর নামে বাজারে কিনো।

ফল বিক্রেতা মহম্মদ শফি জানান, এখন গোটা হিসেবে বিক্রির পাশাপাশি কেজি দরেও কমলালেবু বিক্রি হয়। তবে ডুয়ার্সের বাজারে এখন অসম, নাগপুর ও গোয়ালিয়রের কমলালেবুই ভরসা। গোয়ালিয়রের কমলালেবু কেজি প্রতি গড়পড়তা ১০০ টাকা, নাগপুর ও অসমের কমলালেবু ১০০ টাকা থেকে ১২০ টাকায় বিকোচ্ছে। অথচ কিনোর দাম কেজি প্রতি ৮০ টাকা বা তারও কম। হামিল্টনগঞ্জের বাসিন্দা রঞ্জন রায় বলেন, ভুটানের ভালো কমলালেবু ১ কেজি কিনতে ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা দাম দিতে হচ্ছে। তবে ভুটানের নিম্নমানের কমলালেবু ১২০ টাকাতেই মিলছে।

ফালাকাটার বাসিন্দা তথা প্রাথমিক শিক্ষক উত্তম কুণ্ডু বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় দার্জিলিংয়ের কমলালেবু মিলছে না। মূলত ভুটান বা নাগপুরের কমলালেবু কিনতে হচ্ছে। আবার অনেকে কিনোকেই কমলালেবু ভেবে কিনছেন। মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামের অমল সূত্রধর বলেন, দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর স্বাদ এখন আমাদের স্মৃতির পাতায় ঠাঁই নিয়েছে।

খাউচাঁদপাড়ায় পুকুর থেকে মাছ চুরি

মাদারিহাট, ১৩ জানুয়ারি : ফালাকাটা ব্লকের শেষ প্রান্তে রয়েছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ঘেঁষা খাউচাঁদপাড়া গ্রাম। মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামের বাসিন্দাদের গবাদিপশু অনেক সময় চিতাবাঘের পেটে যায়। আবার হাতির হানার কারণে জমির ফসল ঘরে তোলা মুশকিল। তাই বিকল্প রোজগারের জন্য অনেকে পুকুর খনন করে মাছ চাষ শুরু করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে পুকুর থেকে মাছ চুরি হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

এই গ্রামের বাসিন্দা সুনেন নার্জিনারি জানালেন, আগে জমিতে ধান ও ভুট্টা চাষ করতেন। কিন্তু হাতির তাণ্ডবে ধান, ভুট্টা ঘরে তোলা যেত না। এরপর ওই জমিতে পুকুর খনন করে মাছ চাষ শুরু করেছিলেন। পাঁচ বিঘা কৃষিজমিতে পুকুর খনন করেছেন। প্রায় ৬৫ কিলোগ্রাম মাছের পোনা দুই বছর আগে ছেড়েছিলেন। মাছ তুলে বিক্রি করার সময় হয়েছিল। কিন্তু বুধবার রাতে সব বড় মাছ চুরি হয়ে গিয়েছে। তার লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অপর বাসিন্দা লওগা কার্জি জানান, তিনি আগে পশুপালন করতেন। ছাগল, বাছুর, হাঁসমুরগি চিতাবাঘের পেটে গিয়েছে। এরপর দেড় বিঘা জমিতে পুকুর খনন করে মাগুর মাছ ছেড়েছিলেন। মাছ তোলার সময় হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে সব মাছ চুরি হয়ে গিয়েছে। গ্রামের বাসিন্দা শম্ভু সুব্বার পুকুর থেকেও মাছ চুরি হয়েছে।

এই গ্রামটি ফালাকাটা ব্লকের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। পুলিশের নজরদারির অভাব রয়েছে। সেইসঙ্গে ব্লক প্রশাসনের নজরদারির অভাব রয়েছে। এই সুযোগে চোরের দৌরাত্ম্য সারা বছর লেগেই রয়েছে। এই ব্যাপারে ফালাকাটা থানার আইসি সনাতন সিংহ জানান, অভিযোগ পেলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।

এই পুকুর থেকেই মাছ চুরির অভিযোগ উঠেছে।